

ইতিহাস তৃতীয় অধ্যায়

দাদন প্রথা কি?

Ans. দাদন কথাটির অর্থ হল অগ্রিম। রায়তি চাষ বা দাদনি চাষ বা বেএলাকা চাষ পদ্ধতিতে জমিতে নীল চাষের জন্য কৃষকদের বিঘা প্রতি 2 টাকা অগ্রিম বা দাদন দেওয়া হত। এর বিনিময়ে বাংলার কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করা হত। একবার দাদন নিলে তা কখনই পরিশোধ হতনা। আবার দাদন না নিলে চাষিদের গোরু-বাছুর ইত্যাদি নীলকুঠিতে আটকে রাখা হত। দীন-দরিদ্র, সহজ-সরল, কৃষকরা এতে সর্বস্বান্ত হয়।

7. মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

Ans: a. মুন্ডাদের চিরাচরিত আইন, শাসন ও বিচারব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল, তা বাতিল করে পুনরায় স্বাধীন মুন্ডারাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

b. “দিকু” অর্থাৎ বহিরাগত জমিদার, মহাজন, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীদের মুন্ডা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা।

8. পাগলপন্থী কাদের বলা হয়?

Ans: ঔপনিবেশিক শাসনকালে অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গপুর - শেরপুর অঞ্চলে গারো ও হাজং উপজাতির লোকেরা বসবাস করতেন। করম শাহ(চাঁদ গাজি) নামে জনৈক ফকির এই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এক নতুন ধর্মমত(বাউল ধর্ম) প্রচার করেন। এই ধর্মের অনুগামীরা পাগলপন্থী নামে পরিচিত।

9. বারাসাত বিদ্রোহ কী? অথবা, কে, কী উদ্দেশ্যে বাঁশের কেলা তৈরি করেন ?

Ans. জমিদার, নীলকর ও কোম্পানির কর্মচারীদের শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও বাড়তি করের বিরুদ্ধে তিতুমির বিদ্রোহী হন। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিনি একটি বাঁশেরকেলা বা দুর্গ নির্মাণ করে এর বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করেন। ইংরেজদের গোলায় তার বাঁশের কেলা ধ্বংস হয়। 1831 খ্রিস্টাব্দের 19 নভেম্বর যুদ্ধে তিনি নিহত হন। ইতিহাসে এটি বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

10. বুদ্ধ ভগৎ কে ছিলেন? দামিন-ই-কোহ শব্দের অর্থ কি?

Ans. 1831-32 খ্রিষ্টাব্দে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোলরা যে বিদ্রোহ করেছিল তাদের অন্যতম নেতা ছিলেন বুদ্ধ ভগৎ।

দামিন-ই-কোহ শব্দের অর্থ হল পাহাড়ের প্রান্তদেশ।

11. কোল বিদ্রোহের দুটি কারণ লেখো।

Ans: a. রাজস্ব বৃদ্ধি :

ইংরেজরা কোল অধ্যুষিত অঞ্চলে বহিরাগত বিভিন্ন জমিদারদের ইজারা দেয়। জমিদাররা কোলদের ওপর রাজস্বের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

b. অত্যাচার :

কর আদায়ের জন্য বহিরাগতরা কোলদের নানাভাবে নিপীড়ন করতো। পুরুষদের বন্দি করে রাখা হত এবং বেগার খাটানো হত।

12. নীল কমিশন কী উদ্দেশ্যে এবং কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?

Ans: ••নীলচাষীদের অভিযোগ ও নীলচাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ নীল কমিশন গঠন করে।

•• পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। সরকার পক্ষের সীটন কার ও আর টেম্পল, পাদরিদের পক্ষে বেভাবেল্ড সেল, নীলকর সমিতির পক্ষ থেকে ফারগুসন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

13. "তারিকা-ই-মহম্মদীয়া" কী?

Ans: "তারিকা-ই-মহম্মদীয়া" কথাটির অর্থ হল মহম্মদ প্রদর্শিত পথ। ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে অ-ইসলামীয় আদর্শ প্রবেশ করেছে তা দূর করে ইসলামের সংস্কার করা ও যথার্থ কোরাণ নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতকে আরবে আব্দুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনেরই প্রকৃত নাম "তারিকা-ই-মহম্মদীয়া"।

14. ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখো।

Ans: a. সুপরিষ্কার অভাব :

বিদ্রোহ পরিচালনা করার জন্য যে সুপরিষ্কার দরকার তা বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল না।

b. আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব :

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীরা পেরে উঠতে পারেনি। কারণ, বিদ্রোহীদের তেমন আধুনিক অস্ত্র ছিল না।

15. "বেএলাকা চাষ" বলতে কী বোঝো?

Ans: নীলকররা চাষিকে আগাম টাকা দাদন দিয়ে চাষির জমিতে নীলচাষ করার জন্য যখন চুক্তি হত তখন তাকে বলা হত 'রায়তি' বা 'দাদনী' বা 'বেএলাকা চাষ'। নীলকররা বেশি লাভের আশায় এই চাষে উৎসাহী ছিল।

16. বিরসা মুন্ডা স্মরণীয় কেন?

Ans. মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান নেতা বিরসা মুন্ডা মুন্ডাদের দীর্ঘদিনের অরণ্য সম্পদের অধিকারের ওপর সরকারি বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন মুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন বিদেশীদের বহিস্কার না করলে কখনই স্বাধীনভাবে ধর্মচারণ করা সম্ভব নয়। অচিরেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ও মুন্ডাদের চোখে ভগবান রূপে পূজিত হতে থাকেন। 1900 খ্রিস্টাব্দে এই মহান নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

17. তিন কাঠিয়া প্রথা কী?

Ans. বিহারের চম্পারণে নীলকর সাহেবরা চাষীদের বিঘা প্রতি (20 কাঠার মধ্যে তিন কাঠা অর্থাৎ 3/20 অংশ) জমিতে নীলচাষ ও নির্দিষ্ট দামে উৎপাদিত নীল নীলকর সাহেবদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। এই ব্যবস্থাই তিনকাঠিয়া প্রথা নামে পরিচিত।

18. ওয়াহাবি কথার অর্থ কি ভারতে কে এই আন্দোলনের সূচনা করেন?

Ans. ওয়াহাবি কথার অর্থ নবজাগরণ। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন দিল্লির বিখ্যাত মুসলিম সন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পুত্র আজিজ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ এই আন্দোলনের সূচনা করলেও ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলির অধিবাসি সৈয়দ আহমেদ ব্রেন্ডি।

18. ফরাজী কথার অর্থ কি? ভারতে কে এই আন্দোলনের সূচনা করেন?

Ans. 'ফরাজি' কথাটি এসেছে আরবি শব্দ 'ফরাইজ' বা 'ফরাইজ' থেকে, যার অর্থ ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্তব্য। ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন হাজি শরিফত উল্লাহ (1781-1837 খ্রিস্টাব্দ)।

19. ফরাজি আন্দোলন কেন হয়েছিল?

Ans. উনিশ শতকে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে কুসংস্কার, অনাচার দূর করে তাদেরকে পবিত্র ইসলামধর্মের অনুগামী করে তোলার জন্য হাজি শরিফত উল্লাহ এক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটি ফরাজি আন্দোলন নামে পরিচিত। 1818 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1906 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল।

20. সাঁওতাল বিদ্রোহের দুটি গুরুত্ব লেখ ?

Ans. সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর পরোক্ষ ফলাফল বা গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী।

গুরুত্ব:-(i) এই বিদ্রোহের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে সরকার তাদের প্রতি নমনীয় নীতি গ্রহণ করে, যেমন-সাঁওতালদের পৃথক উপজাতি রূপে স্বীকৃতিদান করে, সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পৃথক 'সাঁওতাল পরগনা' গঠন করে, (ii) সাঁওতাল পরগনায় বাঙালি মহাজনসহ বহিরাগত দিকুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, (iii) সরকার কর্তৃক সুদের হার নির্দিষ্ট করা হয়, (iv) সাঁওতাল পরগনাকে ব্রিটিশ আইনের প্রভাবমুক্ত করা হয়।

21. বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কি?

Ans. i. বিদ্রোহ হল প্রচলিত ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করা। বিপ্লব বলতে বোঝায় কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার অতিক্রম ও কার্যকারী পরিবর্তন।

ii. বিদ্রোহ স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে, অন্যদিকে বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

iii. বিদ্রোহ যেমন- নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, অন্যদিকে বিপ্লব যেমন- ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব।

22. চুয়াড় বিদ্রোহের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ ?

Ans. 1898-99 খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত জঙ্গলমহলসহ মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘটিত হয় চুয়াড় বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বৈশিষ্ট্য : (i) চুয়াড়রা ছিল সশস্ত্র উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। (ii) বিদ্রোহী চুয়াড় উপজাতিদের সাথে জমিদারগণও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। (iii) এই বিদ্রোহ দুটি পর্যায়ে ঘটে।

23. কোল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য গুলি লেখ?

Ans. i. কোল বিদ্রোহে আধিবাসি সম্প্রদায়ভুক্ত কোলদের কাছে বহিরাগত দিকু ও ইংরেজদের অত্যাচার থেকে মুক্তি ছিল স্বাধীনতা শামিল।

ii. অরন্যের অধিকার রক্ষায় তারা একজোট হয়েছিল।

24. কেনারাম ও বেচারাম বলতে কী বোঝো?

Ans.

‘কেনারাম’ ও ‘বেচারাম’ দু-ধরনের ভারতম্য যুক্ত বাটখারা। ‘কেনারাম’ নামক বাটখারা দ্বারা সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের বহিরাগত ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে বেশি ওজনের বাটখারা দিয়ে কৃষিপণ্য ক্রয় করে তাদের ঠকাতো। আবার ‘বেচারাম’ নামক কম ওজনের বাটখারা দিয়ে তাদের বিভিন্ন দ্রব্য যেমন-চিনি, লবণ ইত্যাদি বিক্রি করা হত। এর ফলে দুভাবেই অসহায়, দরিদ্র সাঁওতালদের ঠকানো হত।

25. রংপুর বিদ্রোহ কি?

Ans. 1783 খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিমার অত্যাচারী ইজারাদার দেবীসিংহের বিরুদ্ধে রংপুর তথ্য সমগ্র উত্তরবঙ্গের কৃষকরা নুরুলউদ্দিনের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ শুরু করে তা রংপুর বিদ্রোহ নামে পরিচিত। মোগলহাট ও পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হলে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

26. দুদু মিঞা স্মরণীয় কেন?

Ans. 1837 খ্রিস্টাব্দে ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক হাজি শরিয়তউল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহম্মাদ মহসিন বা দুদুমিঞা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ সংগঠক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

তিনি জমিদারদের পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে কর না দেওয়ার পরামর্শ দেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন ধার্মিক-সামাজিক আন্দোলন থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই জন্য দুদুমিঞা স্মরণীয়।